তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)-এর *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭) বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। এ উপকথা বাঙালির নয়, বাঙালি সমাজের বাইরের এক অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের। এরা বাঙালিদের ঘরেই সারাদিন কাজ করে, জীবিকার জন্য বাঙালিদের ওপরই নির্ভরশীল। আবার নিজেদের একটি পৃথক সমাজও তাদের রয়েছে। সে সমাজেও উঁচুনীচু ভেদ আছে, কলহ-বিবাদ, ঝগড়া-ফ্যাসাদ আছে আবার প্রেম-অপ্রেমের মোহ-মুগ্ধতা-বিরাগও আছে। আছে পৃথক লৌকিক বিশ্বাস, দেবতা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, আছে আয়-উন্নতি-অগ্রগতির নিজস্ব হিসাব-নিকাশ। শোষণ, বঞ্চনা, অবহেলা, ঘৃণা, নিপীড়ন ছাড়া ওরা বাঙালি বাবুদের কাছ থেকে আর কিছুই পায়নি। হয়তো চায়ওনি তেমন করে। প্রভু খুশি হয়ে যা দেন — তা-ই হাত পেতে নিয়ে ওরা খুশি।

এই হতভাগ্য কাহার সমাজের দিক থেকে বাঙালি সমাজ চোখ ফিরিয়ে রাখলেও একজন বাঙালি লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এদের প্রতি গভীর মমতায় দু'চোখ মেলে তাকিয়েছেন। গভীর ভালোবাসায় হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন তাদের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, খেদ-যন্ত্রণা, সার্বিক জীবনবোধ ও জীবনাচার। দুঃসাহসী কলমে তুলে ধরেছেন কাহারদের দিনানুদিনের প্রতি মুহূর্তের জীবনযাত্রার এক অজ্ঞাতপূর্ব লিপিচিত্র। বাঙালি পাঠকদের জন্য এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা, অনাস্বাদিত অভিজ্ঞান।

একটি জাতির অগ্রযাত্রার নিয়ামক যেমন জীর্ণ, পুরনোকে ঝেড়ে ফেলে চির-নতুনের আহ্বানে তার অতীত অভিজ্ঞতার আলোকবর্তিকায় পথ দেখে নতুন পথ নির্মাণের প্রয়াস এবং সেই প্রয়াসে একজন দক্ষ ও সাহসী অগ্রসেনানীর নেতৃত্বে জাতির অধিকাংশ সদস্যের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, ঠিক সেই ঐতিহাসিক সত্যের পথ ধরেই এগিয়েছে এই অন্ত্যজ জাতিগোষ্ঠীর সমাজ জীবন। পুরনোর প্রতিনিধি বনওয়ারীর সুদৃঢ় শাসন এবং গোটা সমাজের অন্ধ ধর্মবিশ্বাস দু'পায়ে দলে নতুন সমাজ, নতুন পেশা, নতুন বিশ্বাস ও উন্নততর জীবনযাত্রার দিকে অগ্রগতি ঘটেছে কোশকেঁধে কাহারদের। সামাজিক টানাপড়েন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক দৈন্য এমনকি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে কাহারদের সমাজ যখন উচ্ছন্নপ্রায় — তখন কাহার-যুবক করালী পুরনো পেশা ছেড়ে, নিজ সমাজ ছেড়ে নতুন জীবনের হাতছানিতে সাড়া দিয়েছে। বাঙালি বাবুদের বাড়িতে মজুর খাটার পিতৃপুরুষের পেশা ছেড়ে রেল কোম্পানির কাজ নিয়েছে। লৌকিক দেবতাজ্ঞানে সবাই যাকে পুজো দিয়েছে সেই আজদাহা সাপ পুড়িয়ে মেরেছে করালী। পূর্বপুরুষের চিরাচরিত নিয়মরীতি এক তুড়িতে উড়িয়ে দিয়ে, নিজের কুঁড়েঘরের জায়গায় পাকা দালানঘর উঠিয়েছে, সাহেবদের মতো পোশাক পরেছে এবং সাহেবদের সঙ্গে দৃশ্যত, সমমর্যাদায় মেলামেশা করেছে। নিজ সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে করালীর বিজয় হয়েছে — এমন বলা যাবে না। তবে এই দ্বন্দ্বের পথ ধরেই তার সমাজের পুরনো চিন্তা-চেতনার, লৌকিক বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটেছে। ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এবং বিশ্বযুদ্ধের (স্মর্তব্য, উপন্যাস-কাহিনী সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়) অনিবার্য টানাপড়েনে বাঁশবাঁদি গ্রামের বিলয় সত্যিকার অর্থে কাহার-সম্প্রদায়ের বিলয় নয়। বাঁশবাঁদির পলিঢাকা বুক চিরে যেমন নতুন বাঁশের কুঁড়ি জেগে উঠতে শুরু

করেছে তেমনই করালীর গাঁইতির আঘাতে বালি সরে পুরনো মাটির অস্তিত্ব দেখা দিতে শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে পুরনো শক্ত মাটির উপর নতুন কোঠাঘর তৈরি হবে — এই সম্ভাবনার মধ্য দিয়েই তারাশঙ্কর শেষ করেছেন তাঁর *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*। সেই নতুন উপকথার নতুন নায়ক — করালী।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে (আষাঢ় ১৩৫৪)। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে শারদীয় সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* প্রথম প্রকাশিত হয় এবং কলকাতার তৎকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা বিলম্বে, ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর মাসে ওই সংখ্যাটি জনসাধারণ্যে প্রচারিত হয়। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* 'উপন্যাসটির বিভিন্ন সংস্করণে লেখক পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেন। ১৩৫৫ সালের আশ্বিন মাসে এবং ১৩৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে যথাক্রমে উপন্যাসটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং দুবারই অতৃপ্ত তারাশঙ্কর বিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। প্রথম সংস্করণের তুলনায় উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণের আয়তন দশ ফর্মা বেড়ে যায়। কাহারদের জীবন-কথায় যে সব প্রসঙ্গ জট পড়েছিল, তারাশঙ্কর সেগুলির পুনর্বিন্যাস করেন। তাঁর জীবিতকালের মধ্যে নয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং নবম সংস্করণের সময়েও তারাশঙ্কর গ্রন্থটির বিশেষ পরিমার্জনা করেন। উপন্যাসের মধ্যে গ্রন্থকার-রচিত গানগুলির পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এই কালজয়ী গ্রন্থটির জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লেখককে 'শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার' দানে সম্মানিত করেন।' (ড. নিতাই বসু : *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস*; কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৮৮, পৃ. ৮৩)। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে (১৩৬৯) *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ দেন তপন সিংহ।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসটির মূল্যায়ন করেছেন আবুল আহসান চৌধুরী, বেগম আকতার কামাল, বিশ্বজিৎ ঘোষ, আহমাদ মাযহার, গিয়াস শামীম, সরকার আবদুল মান্নান, মাসুদুল হক, মনি হায়দার, তপন বাগচী, জুনান নাশিত, বুলবুল আহমেদ, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম — '*হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* : সাম্প্রতিক বিবেচনা' পর্বে। আলোচনাগুলো এর আগে অপ্রকাশিত। '*হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* : সংকলন' পর্বে ভীষ্মদেব চৌধুরীর লেখাটি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা' (যুক্তসংখ্যা : অক্টোবর ১৯৯৬ — জুন ১৯৯৭) থেকে সংকলিত। পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণকুমার চক্রবর্তী, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী — এঁদের লেখাগুলো কলকাতা থেকে প্রকাশিত রবিন পাল ও অন্যান্য-সম্পাদিত *প্রসঙ্গ : হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৯৬) সংকলন-গ্রন্থের সৌজন্যে প্রাপ্ত। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাস অবলম্বনে রচিত বাবলু ভট্টাচার্যের খসড়া চিত্রনাট্যটিও অপ্রকাশিত। ভীষ্মদেব চৌধুরী সংগৃহীত ও সংকলিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জিটি *তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থ* (নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১) থেকে পরিমার্জিতরূপে সংকলিত। ০

এপ্রিল ২০০৬

মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ

উৎকৃষ্ট বই মানুষের প্রকৃত বন্ধু

বাংলা একাডেমী

৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৮৬১৯৫৮১, ৮৬১৯৩৬৪, ফ্যাক্স : ৮৬১২৩৫২
ই-মেইল : bacademy@citechco.net ওয়েবসাইট : banglaacademy.org.bd

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত নতুন বই

বাংলা লোকসাহিত্য ছড়া ॥ ওয়াকিল আহমদ ॥ ২০০.০০
শিল্পকলার ইতিহাস ॥ কামাল আহমেদ ॥ ১৬০.০০
আরব জাতির ইতিহাস ॥ মোহাম্মদ রেজা-ই করিম ॥ ২০০.০০
পিটারপ্যান ॥ অনু. ফজলুল আলম ॥ ১৪০.০০
মরণব্যাধি সার্স ॥ হাফিজউদ্দীন আহমদ ॥ ১০৫.০০
যৌনব্যাধি ॥ ডা. হাফিজউদ্দীন আহমদ ॥ ১২৫.০০
বাংলা কারক সমীক্ষা ॥ এস. এম. রেজাউল ইসলাম ॥ ১০০.০০
বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান ॥ কাজী রফিকুল হক ॥ ২০০.০০
কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তরবিন্যাস ॥ জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ ॥ ১০০.০০
চট্টগ্রামের ধাঁধার ছড়া ভাংগো কিস্‌সা ॥ রেহানা বেগম ॥ ৫০.০০
হস্তীর বৎসর ॥ লায়লা আবুজায়েদ ॥ ৯০.০০
ভার্জিলের ঈনিড ॥ মোবাশ্বের আলী ॥ ২০০.০০
বিশ শতকের বিদেশী কবিতা ॥ অনু. শিহাব সরকার ॥ ৭৫.০০
সক্রেটিসের শেষ দিনগুলি ॥ অনু. সফিউদ্দিন আহমদ ॥ ১০২.০০
হেমিংওয়ের গল্প ॥ কাওসার হুসাইন ॥ ৯০.০০
লোকশিল্প এ্যালবাম ॥ সম্পাদক মনসুর মুসা ও অন্যান্য ॥ ১,০০০.০০
লাস্ট ফর লাইফ ॥ আর্ভিং স্টোন ॥ ১৯০.০০
মৃত্যু ॥ সম্পাদক ফজলুল আলম ॥ ২৮০.০০
বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা ॥ আকবর আলী খান ॥ ২০০.০০
শিক্ষা প্রসঙ্গে ॥ অনুবাদক শেখ মাসুদ কামাল ॥ ১৮০.০০
পরাগায়ন প্রতিবেশ বিদ্যা ॥ মোঃ আব্দুল হান্নান ॥ ১৯৫.০০
জসীম উদ্‌দীন জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ ॥ মনসুর মুসা ॥ ৩০০.০০
বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ॥ অনু. আখতার উল আলম ॥ ১১০.০০
কোরানসূত্র ॥ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ॥ ৩৫০.০০
বাংলা সাময়িকপত্র : পাকিস্তান পর্ব ॥ ইসরাইল খান ॥ ২৭০.০০
চোখ পরিচর্যা ॥ ডা. রশিদ হায়দার ॥ ১৬০.০০
এইডস পরিচিতি ও প্রতিরোধ ॥ হাফিজউদ্দীন আহমদ ॥ ১১০.০০
নাপোলেওঁ বোনাপার্ত : রণনীতি ও কূটনীতি ॥ আবুল কালাম ॥ ১৩৫.০০
রংধনু ॥ সেলিনা হোসেন ॥ ১০০.০০

পত্রিকা

বাংলা একাডেমী পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৪৮, সংখ্যা : ৩-৪, এপ্রিল ২০০৫ ॥ ৫০.০০
The Bangla Academy Journal ॥ June 2005 ॥ 100.00

বাংলা একাডেমী জাতির মননের প্রতীক

উপহার হিসাবে বইয়ের তুলনা হয় না